



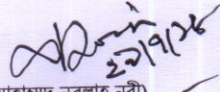
বাংলাদেশ চা বোর্ড
প্রধান কার্যালয়
১৭১-১৭২, বায়েজিদ বোস্তামী রোড
নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।

স্মারক নং ২৬.০৯.০০০০.১০১.৩৫.০০৬.১৭-

তারিখ : ২৯/০৭/২০১৮ খ্রি.

বিষয় : বাংলাদেশ চা বোর্ডের বার্ষিক উদ্ভাবন (ইনোভেশন) কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০১৯

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ চা বোর্ডের বার্ষিক উদ্ভাবন (ইনোভেশন) কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০১৯ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।


(মোহাম্মদ নূরুল্লাহ নূরী)
সচিব

বাংলাদেশ চা বোর্ড, চট্টগ্রাম
ফোনঃ ০৩১-৬৮২০৯৬
ই-মেইল : secretarybtb1@gmail.com

সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

[দৃষ্টি আকর্ষণ : সহকারী সচিব, আইন শাখা, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়]

বাংলাদেশ চা বোর্ড
প্রধান কার্যালয়
১৭১-১৭২, বায়েজিদ বোস্তামী রোড
নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম
www.teaboard.gov.bd

বাংলাদেশ চা বোর্ডের বার্ষিক উদ্ভাবন (ইনোভেশন) কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০১৯

দপ্তর/সংস্থার নাম	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)	সময়কাল		দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে কি গুনগত বা পরিমাণগত পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কিনা তা পরিমাপের মানদণ্ড)
		শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ			
বাংলাদেশ চা বোর্ড	১। মোবাইল SMS (এসএমএস) এর মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাকে অবহিতকরণ	জুলাই, ২০১৮	জুন, ২০১৯	ইনোভেশন টিম ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা	বর্তমানে চা বোর্ডে বিভিন্ন সেবাগ্রহীতার তাদের আবেদন প্রেরণ করার পর তা যথাযথভাবে চা বোর্ডে পৌঁছেছে কিনা তা নিশ্চিত হতে পারেন না। এছাড়া গ্রাহকের আবেদন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত জানার জন্যও অনেক গ্রাহককে চা বোর্ডে ভিজিট করতে দেখা যায়। এতে সেবাগ্রহীতাকে অতিরিক্ত সময়, অর্থ ব্যয় ও অফিস ভিজিট করতে হয়। মোবাইল SMS (এসএমএস) এর মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাকে অবহিতকরণ ব্যবস্থা চালু হলে গ্রাহকরা বিভিন্ন আবেদন ও অন্যান্য সেবা সম্পর্কে নির্ধারিত সময়ে সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অফিসে না এসেই অবহিত হতে পারবেন। এ প্রক্রিয়ায় যখন কোনো সেবা গ্রহীতার আবেদন চা বোর্ডে এসে পৌঁছাবে, তা ডেসপাসে এন্ট্রি হওয়ার পর উক্ত সেবা গ্রহীতার নিকট চা বোর্ড কর্তৃক আবেদন গ্রহণের তথ্যটি এসএমএস এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে। পরবর্তীতে গ্রাহকের নির্ধারিত আবেদন/সেবা বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শেষ হলে গ্রাহককে এসএমএস এর মাধ্যমে তার আবেদন/সেবার ফলাফল জানানো হবে। এর ফলে গ্রাহক তার প্রত্যাশিত সেবার আবেদন চা বোর্ডে পৌঁছেছে কিনা সেটা যেমন নিশ্চিত হতে পারবেন তেমনি সেবার ফলাফল সম্পর্কেও সহজে অবহিত হতে পারবেন। এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিতকরণ প্রক্রিয়া চালুকরণের মাধ্যমে গ্রাহকদের অফিসে ভিজিট হ্রাস পাবে এবং অর্থ ও সময় সাশ্রয় হবে।	ওয়েবসাইটে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন আপলোড করা হবে।

(Handwritten signature)
২০/৭/১৮

২। চা বাগানে সার বরাদ্দ ও বিতরণ প্রক্রিয়া সহজীকরণ	জুলাই, ২০১৮	জুন, ২০১৯	ইনোভেশন টিম ও উপ পরিচালক (পরিকল্পনা)	<p>দেশে মোট ১৬৪টি চা বাগান এবং প্রায় ৬০০ নিবন্ধিত ক্ষুদ্র চা চাষী রয়েছে। চা শিল্পের উন্নয়নে সরকার বাগানসমূহকে ভর্তুকি মূল্যে সার বরাদ্দ দিয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমানে উক্ত সুবিধা ক্ষুদ্র চা চাষীরা পাচ্ছে না। এছাড়া অনেক বাগানও এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।</p> <p>বর্তমানে বাংলাদেশ টি অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএ) ভর্তুকি মূল্যে সার বরাদ্দের জন্য শুধুমাত্র এর সদস্যভুক্ত ১৪৬টি চা বাগানের চাহিদাপত্র বাংলাদেশ চা বোর্ডে প্রেরণ করে। এছাড়া সার বরাদ্দের জন্য বিটিএ টন প্রতি ৫০ টাকা সার্ভিস চার্জও নিয়ে থাকে। ফলে বিটিএ সদস্যভুক্ত নয় এমন বাগানসমূহ ও ক্ষুদ্র চা চাষীরা সরকারের ভর্তুকি মূল্যে প্রদত্ত সার পাচ্ছে না। তাছাড়া যেসব বাগান সার পাচ্ছে তাদেরকে বিটিএ'কে সার্ভিস চার্জ প্রদান করতে হচ্ছে। অন্যদিকে বিটিএ'র মাধ্যমে বাগানগুলো সারের চাহিদা পত্র চা বোর্ডে সুপারিশের জন্য পাঠানোর ফলে সার প্রদান প্রক্রিয়াতে বাড়াতি কিছু ধাপ যুক্ত হচ্ছে যা সারের অনুমোদন প্রক্রিয়াকেও বিলম্বিত করছে।</p> <p>'চা বাগানে সার বরাদ্দ ও বিতরণ প্রক্রিয়া সহজীকরণ' করার মাধ্যমে দেশের ১৬৪টি চা বাগান এবং ক্ষুদ্র চা চাষীরা সরাসরি বাংলাদেশ চা বোর্ডে ভর্তুকি মূল্যে সারের জন্য নির্ধারিত ফরমেটে আবেদন ও চাহিদাপত্র প্রেরণ করবে। চা বোর্ড চাহিদাপত্র যথাযথ প্রক্রিয়ায় যাচাই-বাছাই করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করে সার বরাদ্দপত্র সকল চা বাগান ও ক্ষুদ্র চা চাষীদের প্রেরণ করবে।</p> <p>ফলে চা বাগানে ভর্তুকি মূল্যে সার প্রদান প্রক্রিয়া সহজ হবে এবং দেশের সকল চা বাগানের সার প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। ভর্তুকি মূল্যে সার পেতে কোন ধরনের সার্ভিস চার্জও দিতে হবে না। ভর্তুকি মূল্যে সার প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও নিশ্চিত করার ফলে সামগ্রিকভাবে দেশে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। সার বরাদ্দ পেতে চা বাগানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত ডিজিট করতে হবে না এবং অর্থ ও সময় সাশ্রয় হবে।</p>	সার বরাদ্দের জন্য নির্ধারিত চাহিদাপত্র এবং ওয়েবসাইট
--	-------------	-----------	--------------------------------------	--	--

Handwritten signature